UNIC Dhaka

জাতিসংঘ সংবাদ
DATELINE UN

A Monthly News Bulletin from UNIC Dhaka

Discover natural fibres 2009

মার্চ ২০০৯ March 2009

২১তম বর্ষ ৩য় সংখ্যা Volume-XXI, No. III

ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক জনসংখ্যা পানি সংকটকে আরো প্রকট করবে

জাতিসংঘ নতুন প্রতিবেদনের সতর্কবাণী

ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক জনসংখ্যা, জলবায়ুর পরিবর্তন, ব্যাপক বিস্তৃত অব্যবস্থাপনা এবং জ্বালানির বিরামহীন চাহিদা বৈশ্বিক পানি সরবরাহ ব্যবস্থাকে নিঃশেষ করবে– সম্প্রতি একটি নতুন প্রতিবেদনে জাতিসংঘ এই সতর্কবাণী করে।

২৪টি জাতিসংঘ সংস্থার যৌথ প্রযোজনায় প্রকাশিত এই প্রতিবেদনে বলা হয়, বিশ্বের জনসংখ্যা ৬ বিলিয়নেরও বেশি হওয়ায় অনেক দেশে ইতোমধ্যে পানি সম্পদের সঙ্কট দেখা দিয়েছে।

জাতিসংঘ পানি উন্নয়ন প্রতিবেদনের উপাদান সমন্বয়কারী উইলিয়াম কসগ্রভ বলেন, জলবায়ুর পরিবর্তন এই পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলছে।

এই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, আগামী ২০৩০ সাল নাগাদ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আফ্রিকার ৭৫ থেকে ২৫০ মিলিয়ন জনগোষ্ঠীসহ বিশ্বের প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠী তীব্র পানি সঙ্কটপ্রবণ এলাকাতে বাস করবে। এছাড়াও বিশ্বের কিছু শুষ্ক ও আধা-শুষ্ক এলাকায় এ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা হবে ২৪ থেকে ৭০০ মিলিয়ন।

প্রতিবেদনে বলা হয়, দৈনিক ১.২৫ ডলারের কম আয়ের মানুষদের সংখ্যার সঙ্গে নিরাপদ পানীয় জলের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সংখ্যার সাদৃশ্য থেকে বলা যায়, দারিদ্র্য ও পানি সম্পদের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে।

এই প্রতিবেদন স্বাস্থ্যের ওপর এই পরিস্থিতির প্রভাবও তুলে ধরে–উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ৮০ শতাংশ রোগ পানিবাহিত এবং এর ফলে প্রায় ৩ মিলিয়ন লোক অকালে মৃত্যুবরণ করে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়– দৈনিক ৫ হাজার শিশু কলেরায় মারা যায়। তবে বিশ্বের আনুমানিক ১০ শতাংশ রোগ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, স্বাস্থ্যব্যবস্থা এবং পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করে এড়ানো সম্ভব।

জনাব কসগ্রভ বলেন, চাহিদা বেড়েই চলেছে। এর থেকে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হচ্ছে এবং এ জন্য আমাদের পানি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, উন্নত আইনসভা গঠন এবং পানির আরো দক্ষ ও স্বচ্ছ বণ্টন করা প্রয়োজন।

তিনি বলেন, জীবনযাত্রার মান্নোয়নের সাথে সাথে নাটকীয়ভাবে পানিসম্পদের অপ্রতুলতাও বৃদ্ধি পাবে। যেহেতু নগরে জনসংখ্যা বাড়ছে এবং পানির ব্যবহারও বাড়ছে, ফলে স্বাভাবিকভাবেই জ্বালানির সঙ্কট দেখা দেবে।

পানি দিবসের সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করছেন স্থানীয় সরকার, পল-ী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহাঙ্গীর কবীর নানক

সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবে আমরা পানি সংকটে নিপতিত

আজ বিশ্ব পানি দিবস। এ বছর Transboundary Water বিষয়টির আলোকে বিশ্ব পানি দিবসের মূল প্রতিপাদ্য।

'Shared Waters, Shared Opportunities' যথার্থভাবেই নির্ধারণ করা হয়েছে। আমরা জানি সমগ্র পৃথিবীর প্রায় ৭০ শতাংশ পানি পরিবেষ্টিত অথচ ব্যবহারযোগ্য পানি মাত্র ২.৫৩ শতাংশ। পৃথিবীতে প্রাপ্ত তরল পানির মাত্র ১ শতাংশের অবস্থান ভূগর্ভে যার পরিমাণ ৮০ লাখ ঘন কিলোমিটার। বাংলাদেশ নদী মাতৃক দেশ। নদীর আশীর্বাদ সুজলা-সুফলা শস্য শ্যামলা আমাদের এই দেশ। বাংলাদেশের ৫৭ টি নদী সীমান্তের ওপার থেকে আগত। কিন্তু জলবায়ুর পরিবর্তন ও প্রতিবেশী দেশগুলো থেকে প্রবাহিত নদীগুলোর পানি প্রত্যাহারের ফলে বাংলাদেশের বুক চিরে প্রবাহিত নদীগুলো বর্তমানে মৃতপ্রায়। শুষ্ক মৌসুমে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ না থাকায় যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আমাদের কৃষি, শিল্প ও জলজ জীববৈচিত্র্য, আবার বর্ষায় উজান থেকে আসা অতিরিক্ত পানি বন্যার কারণ হয়ে বিপর্যস্ত করছে আমাদের জনজীবন। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আমাদের কৃষি, সর্বস্বান্ত হচ্ছে নদী-তীরবর্তী মানুষ। আবার বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাবে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্রের পানি ধেয়ে আসছে আমাদের মূল ভূখণ্ড। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সমুদ্র-উপকূলবর্তী কৃষিসহ মিঠা পানির উৎসগুলো। বিশেষজ্ঞদের মতে, এ শতকের মধ্যেই বাংলাদেশের উপকূলের ১৭ শতাংশ ভূমি গ্রাস করবে সমুদ্র।

বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে পানির ব্যবহার। স্বাভাবিকভাবেই হ্রাস পাচ্ছে পানির প্রাপ্যতা। ক্রমশ পানি একটি দুষ্প্রাপ্য পণ্যে পরিণত হচ্ছে। এক পরিসংখ্যানে জানা যায়, প্রতি বছর বর্ষাকালে ৭৯৫ হাজার মিলিয়ন ঘনমিটার পানি শুধু গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্রের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়। এ ছাড়াও রয়েছে আরো অনেক নদী। বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত পানির ৯২ শতাংশ পানি আসে প্রতিবেশী দেশগুলো থেকে। এতো পানি সত্ত্বেও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবে আমরা পানি সঙ্কটে নিপতিত।

উজানে পার্শ্ববর্তী দেশ কর্তৃক একতরফা বাঁধ নির্মাণ, নদীর গতিপথ পরিবর্তন, দেশের নদী-জলাশয় নিয়মিত পুনর্খনন না হওয়া, প্রয়োজনীয় বাঁধ নির্মাণের সীমাবদ্ধতা, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, পানিসম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার সুদূরপ্রসারী। পরিকল্পনার সীমাবদ্ধতাসহ নানা কারণে ইতোমধ্যে আমাদের ৮০টির বেশি নদ-নদী এবং অসংখ্য খাল-বিল-জলাশয় পানিশূন্য হতে চলেছে। ইতোমধ্যে অনেক বদ্ধ জলাশয় ভরাট হয়ে গেছে। নদী ছাড়া ভূউপরিস্থ পানির উৎসগুলোর মধ্যে রয়েছে পুকুর, খাল, বিল, হাওর, বাঁওড় ও উপকূলীয় অঞ্চলে নিম্ন জলাভূমি। এসব ভূউপরিস্থ পানির উৎসগুলোর পরিমাণ প্রায় ৩ লাখ ৫০ হাজার হেক্টর। সাধারণত বর্ষাকালে ভূউপরিস্থ পানি ভূগর্ভস্থ পানি ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে রিজার্ভের মাধ্যমে। কিন্তু একদিকে নদীর উজানে পানি প্রত্যাহার, অন্যদিকে সেচকাজে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যাপক ব্যবহার ভূগর্ভস্থ পানির উৎসকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। মাত্রাতিরিক্ত চাপ তৈরি হচ্ছে নিরাপদ খাবার পানি উত্তোলনের ক্ষেত্রে।

শুষ্ক মৌসুমে কৃষি, শিল্প, গৃহস্থালির কাজ ও অন্যান্য দৈনন্দিন প্রয়োজনে ভূগর্ভস্থ পানির ওপর নির্ভরতা দিন দিন বাড়ছে। কিন্তু প্রতিনিয়ত আমরা যে পরিমাণ পানি ভূগর্ভ হতে উত্তোলন করছি সে পরিমাণ রিচার্জ হচ্ছে না। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এ অবস্থা

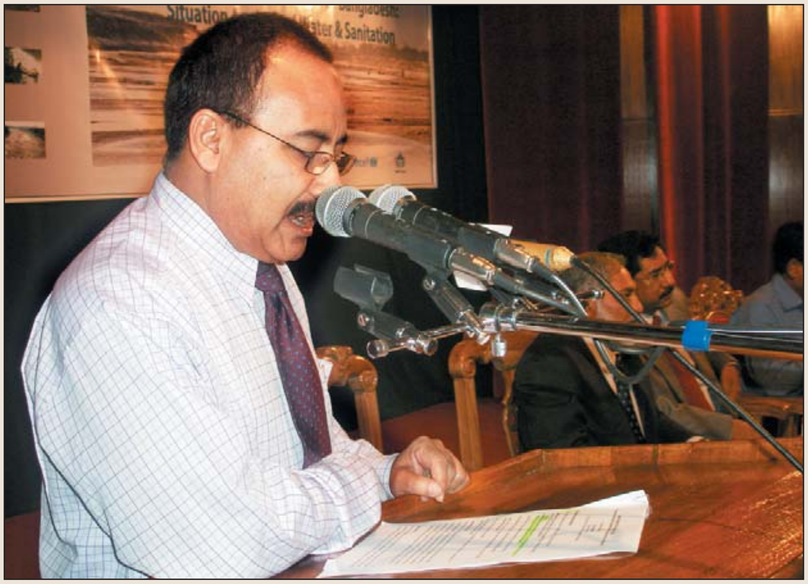

পানি সংকট মোকাবিলায় বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, ভুটানসহ একটি সমন্বিত পানি নীতি প্রণয়ন এবং আঞ্চলিক পানি নিরাপত্তা গড়ে তোলা জরুরি

চলতে থাকলে আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে আমাদের ভূগর্ভস্থ পানিভাণ্ডার সঙ্কটের সম্মুখীন হবে এবং ভূগর্ভস্থ পানি এক সময় নিঃশেষ হয়ে যাবে। সুতরাং ভূগর্ভের পানির ওপর নির্ভরতা কমাতে হবে এবং ভূউপরিস্থ পানির কার্যকর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এর যথাযথ সংরক্ষণ ও ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এক পরিসংখ্যানে জানা যায়, শুষ্ক মৌসুমে বর্তমানে ৪০-৫০ শতাংশ টিউবওয়েলে পানি পাওয়া যায় না। অথচ বাংলাদেশের মানুষের নিরাপদ পানিপ্রাপ্তির একমাত্র উৎস টিউবওয়েল। কৃষিসহ অন্যান্য কাজে বর্তমান হারে ভূগর্ভস্থ পানির উত্তোলন অব্যাহত থাকলে এবং যথার্থভাবে রিচার্জ না হলে খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে এ হার ৭০-৭৫ শতাংশে পৌঁছবে। ভূগর্ভস্থ পানির আধার বৃদ্ধির জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন জালের মতো ছড়িয়ে থাকা আমাদের চারপাশের নদীগুলোর নাব্যতা।

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর গঙ্গার পানিপ্রবাহ বিষয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ৩০ বছরমেয়াদি পানি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির ফলে শুকিয়ে যাওয়া গঙ্গা নতুন করে প্রাণ ফিরে পায়। বাংলাদেশের জনগণ এর সুফল পেতে শুরু করে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, '৯৬-পরবর্তী সরকারগুলো এই চুক্তির তাৎপর্য অনুধাবন করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। তাদের অপরিণামদর্শী পররাষ্ট্রনীতি অর্জিত সাফল্য ও সম্ভাবনার দ্বার রুদ্ধ করে। দুর্বল পররাষ্ট্র নীতির কারণে চুক্তি মোতাবেক পানি আনতে ব্যর্থ হয়। দীর্ঘদিন ধরে এই অবস্থা চলতে থাকার কারণে বাংলাদেশের অধিকাংশ নদ-নদী মানচিত্র থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে। ভূগর্ভস্থ পানি নিচে নামতে নামতে মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। ভূগর্ভস্থ পানিতে বিভিন্ন খনিজ ও রাসায়নিক পদার্থের ঘনত্ব মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর্সেনিকের ঝুঁকি ও বিষক্রিয়ায় বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠী আজ আক্রান্ত।

আমাদের ঢাকা মহানগরীর চারপাশ অনেকটা বৃত্তাকারে ঘিরে থাকা বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, তুরাগ ও বালুর অবস্থাও মৃতপ্রায়। ঢাকা মহানগরীর চারপাশ দিয়ে প্রবাহিত নদ-নদী ও অন্যান্য জলাশয় ভূগর্ভের পানি রিজার্ভে অন্যতম ভূমিকা রাখে। নদী ও জলাশয়গুলো শুকিয়ে যাওয়ার কারণে ভূগর্ভের পানি দ্রুত নিচে নেমে যাচ্ছে। বিশেষত গত একযুগে দ্বিগুণের বেশি নেমেছে ঢাকার ভূগর্ভস্থ পানির স্তর। বছর বছর আশঙ্কাজনকহারে পানির স্তর নেমে যাওয়ায় পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। ১৯৯৬ সালে ঢাকা শহরের ভূগর্ভের ২৬ দশমিক ৬ মিটার নিচে পানির স্তর পাওয়া যেত। ২০০৮ সালের জানুয়ারি মাসে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুসারে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর ৬০ মিটার পর্যন্ত নেমে গেছে। প্রতিবছর পানির স্তর গড়ে দুই মিটারেরও বেশি হারে নামছে। গত ১২ বছরে নেমেছে প্রায় ৩৪ মিটার বা ১১১ ফুট। পানির স্তর নেমে যাওয়ায় বৃহত্তর মিরপুরে ১২৫টি গভীর নলকূপের দুই-তৃতীয়াংশ বর্তমানে অকার্যকর। ফলে বর্তমানে স্থাপিত নলকূপগুলোর গভীরতা গড়ে ১০০০ ফুট।

জনসংখ্যার চাপে ঢাকা মহানগরীর পানির চাহিদা অনেক বেশি। জনপ্রতি ১৬০ লিটার পানির চাহিদা ধরে ঢাকার পানির মোট চাহিদা প্রায় ২২০ কোটি

লিটার। গ্রীষ্মে এ চাহিদা আরো বাড়ে। বর্তমানে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে ওয়াসার ৫১৪টি গভীর নলকূপ রয়েছে। পানির সঙ্কট দেখা দিলেই ওয়াসার গভীর নলকূপ স্থাপন করতে হয়। প্রতিটি নতুন গভীর নলকূপ বসাতে প্রায় ৫০ থেকে ৭০ লাখ টাকা খরচ করতে হয়। গত সেপ্টেম্বর ২০০৮ থেকে এ পর্যন্ত ৩৯টি গভীর নলকূপ স্থাপনে প্রায় ২২ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। ঢাকা মহানগরীতে প্রতিদিন পানির ঘাটতি ছিল প্রায় ২০ কোটি লিটার, যার অন্যতম কারণ অনাবৃষ্টি ও বিভিন্ন জলাশয়সহ প্রাকৃতিক উৎসের পানি শুকিয়ে যাওয়া বা ভরাট হয়ে যাওয়া। প্রাকৃতিক এ উৎসগুলো শুকিয়ে যাওয়ার কারণে পানিশূন্যতা দেখা দিচ্ছে ভূগর্ভস্থ আধারে। সঙ্কট তৈরি হচ্ছে ওয়াসার পানিপ্রাপ্তি ও সরবরাহে।

পরিবেশ ও পানিসম্পদ রক্ষায় কার্যকর আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গড়ে তোলা বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার। বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাব থেকে রক্ষা, দুষণমুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা এবং পানিসম্পদ রক্ষায় সমন্বিত নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণে সরকার যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। সরকার পর্যায়ক্রমে পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে নদী-খনন, পানি সংরক্ষণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, নদী ভাঙন রোধ, বন্যাঞ্চল ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করবে। ভূউপরিস্থ পানির ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ ও লবণাক্ততা রোধ ও সুন্দরবনসহ অববাহিকা অঞ্চলের মিঠা পানিপ্রাপ্তি সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে গঙ্গা ব্যারেজ বাস্তবায়নের জন্য সরকার পরিকল্পনা গ্রহণ করছে। সরকার পানিসম্পদ সংরক্ষণ, পানির অপচয় রোধ, পানির প্রাপ্য হিস্যা ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে বিদ্যমান পানিসঙ্কট মোকাবেলায় বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, ভুটানসহ একটি সমন্বিত পানি-নীতি প্রণয়ন এবং আঞ্চলিক পানি নিরাপত্তা গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। আর সামগ্রিক এই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সরকার তার নির্বাচনী অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে ২০১১ সালের মধ্যে দেশের সব মানুষের জন্য নিরাপদ পানির ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। ভাটির দেশ বাংলাদেশের পানি, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য ভয়াবহ হুমকির কবলে পড়তে যাচ্ছে। এ সঙ্কট থেকে মুক্তির জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন আঞ্চলিক দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা নিশ্চিত করতে আমাদের দরকার জাতীয় ঐক্য স্থাপন করতে হবে। জাগ্রত করতে হবে বিশ্ব বিবেককে। বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে হবে আমাদের সমস্যাকে। পাশাপাশি গ্রহণ করতে হবে এই সমস্যা সমাধানের জন্য কার্যকর পরিকল্পনা ও সম্মিলিত উদ্যোগ। আগামী প্রজন্মের জন্য সুন্দর বসবাসযোগ্য দেশ গড়তে চাই নিরাপদ পানির মুক্তপ্রবাহ।

[২২ মার্চের সেমিনারে গঠিত জাহাঙ্গীর কবীর নানক প্রতিমন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল-ী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ।]

পানি দিবসের সেমিনারে জাতিসংঘ মহাসচিবের বাণী পাঠ করছেন জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাজী আলী রেজা

চিত্রে জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের সাম্প্রতিক কার্যক্রম

বিশ্ব পানি দিবস

২২ মার্চ ২০০৯

বিশ্ব পানি দিবস উপলক্ষে এনজিও ফোরাম, ইউনিসেফ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ডবি-উএসপি ও ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র যৌথ উদ্যোগে এক সেমিনারের আয়োজন করে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবীর নানক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সচিব শেখ খুরশীদ আলম, এনজিও ফোরামের নির্বাহী পরিচালক এসএমএ রশিদ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধি ড. এড্রু ট্রেভেট, ইউনিসেফের কান্ট্রি প্রতিনিধি ক্যারেল ডি রুনি প্রমুখ। জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাজী আলী রেজা অনুষ্ঠানে জাতিসংঘ মহাসচিবের বাণী পাঠ করেন ও বক্তব্য রাখেন। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সেমিনারে সরকারি, বেসরকারি, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সংবাদমাধ্যমের প্রায় তিন শতাধিক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

মাননীয় প্রতিমন্ত্রীসহ সেমিনারে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

দর্শকদের একাংশ

এমডিজি ও স্বেচ্ছাসেবা বিষয়ক কর্মশালা

২৪ মার্চ ২০০৯

ইউএনভি, ঢাকা প্রেসক্লাব ও জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের যৌথ আয়োজনে প্রেসক্লাব মিলনায়তনে এমডিজি ও স্বেচ্ছাসেবা বিষয়ে দিনব্যাপী এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আবুল কালাম আজাদ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন প্রেসক্লাব সভাপতি শওকত মাহমুদ, ইউএনডিপির ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর রবার্ট জুলকাম, সিনিয়র সাংবাদিক ফরিদ হোসেন ও চিন্ময় মুৎসুদ্দী এবং জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাজী আলী রেজা। প্রায় বিশজন সাংবাদিক এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

মাননীয় মন্ত্রী বক্তব্য রাখছেন

সেমিনারের সভাপতি বক্তব্য রাখছেন

আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন

০৮ মার্চ ২০০৯

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ইউএনভি এবং নটরডেম কলেজের যৌথ উদ্যোগে এক বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাজী আলী রেজা। আরও বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশে ইউএনভি সমন্বয়কারী মিজ গজি ওটি এবং ইউএনএইডসের মিডিয়া কর্মকর্তা টনি মাইকেল ও ফাদার আদম প্যারেরা, কো-অর্ডিনেটর নটরডেম কলেজ।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে

জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুনের বাণী

৮ মার্চ ২০০৯

এক বছর আগে আমি নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতা বন্ধে বিশ্বের সব জনগণ ও সরকারের ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রম অভিযানের উদ্বোধন করেছিলাম। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার জন্য নির্ধারিত সময় ২০১৫ পর্যন্ত এ অভিযান চলবে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যগুলোর সঙ্গে এ অভিযানের স্বচ্ছ যোগসূত্র আছে। আমাদের অবশ্যই স্বভাবগত ও সামাজিকভাবে উদ্ভুত সহিংসতা বন্ধ করতে হবে যা প্রাণ সংহার করে, স্বাস্থ্যহানি ঘটায়, দারিদ্র্যস্ফীতি ঘটায় এবং নারীর সমতা ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্য অর্জন বাধাগ্রস্ত করে।
নারীর প্রতি সহিংসতা এইচআইভি/এইডসের সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত। অনেক দেশে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রতি তিনজনে একজন নারী প্রহার, যৌন নিপীড়ন অথবা অন্য কোনো প্রকার নির্যাতনের স্বীকার হয়ে থাকে। নারী ও কন্যাশিশু প্রথাগত ও পরিকল্পিতভাবেই যুদ্ধের সময় ধর্ষণ এবং যৌন সহিংসতার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়।
নারীর প্রতি সহিংসতা, জাতিসংঘ সনদে উলি-খিত অঙ্গীকার-'সামাজিক উন্নয়ন এবং উন্নত জীবনমানের জন্য বৃহত্তর স্বাধীনতার অঙ্গীকার'-এর সরাসরি বিরোধিতা করে। সহিংসতার ফলাফল দৃষ্টি ও তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার সীমানা ছাড়িয়ে যায়। মৃত্যু, আঘাত, চিকিৎসা ব্যয় এবং চাকরি খোয়ানো হাজারো কুফলের মধ্যে কয়েকটি মাত্র। সহিংসতার প্রভাব নারী ও কন্যাশিশু, তাদের পরিবার, তাদের সম্প্রদায় এবং তাদের ক্ষতিগ্রস্ত জীবনব্যবস্থায় কতো যে প্রকট তার কথা বলাই বাহুল্য। প্রায়শই অপরাধের বিচার হয় না এবং অপরাধী নির্বিঘ্নে ঘুরে বেড়ায়। কোনো দেশ, কোনো সংস্কৃতি, কোনো নারী, যুবক কিংবা বৃদ্ধ এর দায়মুক্ত নয়।
বর্তমানে সমাজের এ কলঙ্কের বিরুদ্ধে পুরুষদের বিরোধিতার প্রবণতা বাড়ছে। বিশ্বব্যাপী 'ভি-পুরুষ অভিযান', সাদা ফিতা অভিযান এবং ভি-দিবস অভিযানের অংশে পরিণত হয়েছে এবং সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডগুলোতে পুরুষরাই পুরুষদের শিক্ষা দিচ্ছে যে সহিংসতারও বিকল্প আছে এবং 'একজন সত্যিকারের পুরুষ কখনো নারী প্রহার করে না।'
প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে প্রচলিত মানসিকতা ও অভ্যাসগুলো পরিবর্তন করা সহজ নয়। এতে অবশ্যই আমাদের সবাইকে সম্পৃক্ত হতে হবে-ব্যক্তি, সংস্থা এবং সরকার। কোনো ধরনের, কোনো সময়েই, কোনো পরিস্থিতিতেই নারীর প্রতি সহিংসতা সহ্য করা হবে না, আর এ জন্য আমাদের অবশ্যই উচ্চপর্যায় থেকে জোরালো ও স্বচ্ছভাবে কাজ করতে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।
আমাদের নারী ক্ষমতায়নবান্ধব অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতিনির্ধারণ করা প্রয়োজন। আমাদের প্রয়োজন সহিংসতা রোধক কর্মসূচি ও বাজেট। আমাদের প্রয়োজন মিডিয়াতে নারীর ইতিবাচক ভাবমূর্তি। আমাদের এমন আইন প্রয়োজন যা সহিংসতাকে একটি অপরাধ হিসেবে গণ্য করবে, যার জন্য অপরাধীকে দায়ী ও বিচারের সম্মুখীন হতে হবে।
'নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে ঐক্যবদ্ধ হই'-এই অভিযান নারী সহিংসতার বিরুদ্ধে কাজ করতে নারীর পাশাপাশি পুরুষদেরও উৎসাহিত করে। কেবল ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার মাধ্যমেই আমরা আরো সমতাপূর্ণ ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়তে পারবো। আসুন এবারের আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আমরা পরিবর্তনের সূচনা করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই।

মন্তব্য প্রতিবেদন

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০০৯

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন করা ছাড়াও আমার আরো অনেক কিছু করার আছে। আমার জীবনে আমি আমার নিজের দেশে এবং সারাবিশ্বে অনেক পরিবর্তন হতে দেখেছি। আমি অবিচার ও সব ধরনের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে প্রতিবাদ করতে দেখেছি। বর্ণবাদ থেকে সৃষ্ট একটি দারিদ্র্য সমাজের নারী হওয়ার কারণে আমার রয়েছে লিঙ্গ, বর্ণ ও শ্রেণীবৈষম্যের অভিজ্ঞতা। আজ আমি নারীর শক্তি, বহু বৈষম্যের কারণে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তাদের শক্তি ফিরে পাওয়াকে উদযাপন করছি।

বর্ণবাদের অধীনে একজন তরুণ আইনের ছাত্র হিসেবে আমাকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছিল যে, আমি যেন আশা না করি যে শ্বেতাঙ্গ সচিবরা আমার পরামর্শ মেনে চলবে। আমি ছিলাম ভাগ্যবতী যখন আমি স্নাতক শেষ করে একজন কৃষ্ণাঙ্গ আইনজীবীর তত্ত্বাবধানে গেলাম, তবে তিনি আমাকে অঙ্গীকার করালেন যে আমাকে গর্ভবতী হওয়া চলবে না। জাতিসংঘ মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনের প্রধান হওয়ায় আমার দায়িত্ব বিশ্বের সব নারীর অধিকারসহ বৈশ্বিক মানবাধিকারের সুরক্ষা ও উন্নয়ন করা। আমরা বর্তমানে যে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সঙ্কটের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি, নারীর ওপর এর অনানুপাতিক প্রভাব নিয়ে আমি চিন্তিত। নারীদের বেশিরভাগই দরিদ্র এবং পরাধীন। নারীরা অর্থনৈতিক, সামাজিক, বেসামরিক এবং রাজনৈতিক অধিকার বঞ্চিত। নারীরা যেসব অধিকারের দাবিদার সেগুলোর স্বীকৃতি নারী ক্ষমতায়নের মৌলিক উপাদান।

এখনো নারীরা পুরুষের সমান কাজ করেও পুরুষের সমান পারিশ্রমিক এবং কর্মস্থলেও নারীরা অন্যদের তুলনায় বৈধ নিরাপত্তা সুবিধা পায় না। গৃহস্থালি শ্রমিকরা, বিশেষ করে অভিবাসী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে প্রায়শই শ্রম আইন মেনে চলা হয় না। অনেক দেশের আইনেই নারীদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, নারী ক্ষমতায়ন, সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার অধিকার প্রভৃতি ক্ষেত্রে বৈষম্যকে স্বীকৃতি দেয়া হয় না। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে এমন অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়ন করা হয় যা নারীর প্রতি বৈষম্য এবং ধনী-গরিবের ব্যবধান বাড়ায় ও টেকসই জীবনযাপন সুবিধা থেকে নারীদের বঞ্চিত করে।

নারীর প্রতি সহিংসতা নারীদের অসহায়ত্বকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। জাতিসংঘ মনে করে এটা একটা বৈশ্বিক ব্যাধি। গৃহস্থালি সহিংসতার বিরুদ্ধে কর্মরত একজন আইনজীবী হিসেবে আমি সরাসরি নারী ও শিশুর ওপর সহিংসতার প্রভাব এবং এই অপরাধের প্রভাবে পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে দেখেছি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এ ধরনের অপরাধ গোপন করা হয় এবং অপরাধীরা শাস্তি পাওয়া থেকে পার পেয়ে যায়। নারীর প্রতি সহিংসতা বৃদ্ধি নারীর ওপর কর্তৃত্ব করার যেমন হাতিয়ার তেমনি যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করাও একটি অস্ত্র। জাতিসংঘ রুয়ান্ডা ট্রাইব্যুনালের একজন বিচারক হিসেবে আমি নারীর যৌন হয়রানির পরীক্ষিত বিবরণ শুনেছি এবং দেখেছি পরিবার ও সম্প্রদায়কে একেবারে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য কীভাবে এই সহিংসতাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

নারীর প্রতি সহিংসতা আর বৈষম্যের অগণিত উদাহরণ থাকা সত্ত্বেও আমি আজ নারী দিবস উদযাপন করছি। আমি সেসব নারীর শক্তিকে উদযাপন করি যাদের মনোবল ভেঙে যায়নি, যারা সংগ্রাম চালিয়ে গেছে এবং দমে যায়নি। আমি উদযাপন করি নারী-পুরুষের মমতা অর্জনের মনোভাবকে, যা কিনা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন কাঠামোর কেন্দ্রবিন্দু। আমি উদযাপন করি আমাদের সমষ্টিগত পদক্ষেপকে যা থেকে বিশ্বব্যাপী সব নর-নারী এর সুফল পাবে। আমি উদযাপন করি, যৌন সমতা যা নারী-পুরুষ উভয়কেই সুফল দেবে এটা বুঝতে পারা পুরুষদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যাকে এবং সেই সাথে তারাও যে নারীর প্রতি সহিংসতা ও বৈষম্য রোধে কাজ করছে তাকে। এ বছর আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রতিপাদ্য-'নারী ও পুরুষ : নারীর প্রতি বৈষম্য রোধে ঐক্যবদ্ধ হই'-এটি শুধুই একটি স্বীকৃতি নয়, বরং বিশ্বব্যাপী এ লক্ষ্যে কাজ শুরু করার জাতিসংঘ মহাসচিবের আহ্বান।

কতগুলো ক্ষেত্রে ইতোমধ্যেই অগ্রগতি সাধিত হয়েছে-সংসদে, রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে, উচ্চ আদালতে এবং জাতিসংঘে নারীর উপস্থিতি বেড়েছে। আর এ কারণেই আমি দেখছি আমার এবং আমার প্রজন্মের নারীদের নিজের সম্পর্কে ধারণা পাল্টেছে। এসব নারী ক্ষমতাধর-তারা যে কোনো ক্ষতিকর রীতিনীতির সরাসরি বিরুদ্ধাচরণ করছে যেমন- বাল্যবিবাহ, নারী অঙ্গহানি এবং যৌন হয়রানি। তারা বিদ্যালয়ে যেতে চায় এবং শিক্ষিত হতে চায়। তারা আইনজীবী, চিকিৎসক, বিচারক কিংবা সংসদ সদস্য হতে চায়। তারা এই পৃথিবীটাকে বদলে দিতে চায় যেখানে তারা বাস করে। আমি জানি তারা পারবে এবং আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আমি এসব নারীকে সাধুবাদ জানাই। তারাই আমাদের ভবিষ্যৎ।

বিশ্ব পানি দিবস উপলক্ষে

জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুনের বাণী

২২ মার্চ ২০০৯

পানি সবচেয়ে মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ। পানির সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য অন্য যে কোনো সময়ের চেয়ে এখন আমাদের বেশি ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। একদিকে বিশ্বের বর্ধিত জনগোষ্ঠীর জন্য বিশুদ্ধ পানির ব্যবহার যেমন ক্রমাগত বাড়ছে, তেমনি অন্যদিকে জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে বিশ্বের অনেক অঞ্চলে হিমবাহ প্রবাহের ক্রমহ্রাসমানতা, অনিশ্চিত বৃষ্টিপাত এবং বন্যা ও খরাপ্রবণতা চরম আকার ধারণ করায় পানির সহজলভ্যতা হ্রাস পাচ্ছে। তাই পানির সতর্ক ব্যবস্থাপনা এবং এর বহুমাত্রিক চাহিদার ভারসাম্য রক্ষা করা জরুরি।

পৃথিবীর উপরিভাগস্থ ও ভূগর্ভস্থ উভয় অঞ্চলের বেশিরভাগ পানিতেই রয়েছে অংশীদারিত্ব। বিশ্বের ৪০ শতাংশ মানুষ ২৬৩টি নদী উপকূলের কোনো না কোনোটিতে বাস করে যার ভাগীদার দুই বা ততোধিক দেশের অধিবাসীরা। সীমিত পানিসম্পদের ভাগাভাগি থেকে সহিংস বিরোধ সৃষ্টির সম্ভাবনা এখন নিয়মিত আলোচনা ও চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে রাষ্ট্র ও সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে সংঘর্ষের অনুঘটক হিসেবে পানির সম্ভাব্য ভূমিকা সত্ত্বেও বাস্তবে আমরা তার উল্টো নজির দেখতে পাই। পারস্পরিক চাহিদা পূরণের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ নয়, সহযোগিতার উদাহরণই সচরাচর চোখে পড়ে।

'সব জলসম্পদে সবার অংশীদারিত্ব'-এ স্লোগানকে সামনে রেখে এ বছর বিশ্ব পানি দিবসে সীমান্ত অতিক্রমকারী জলসম্পদ কীভাবে একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তি হিসেবে কাজ করতে পারে তা তুলে ধরা হবে। বিশ্বব্যাপী যেখানে পানি সংক্রান্ত কমপক্ষে ৩০০টি আন্তর্জাতিক চুক্তি রয়েছে, সেখানে তাদের অধিকাংশেরই অন্যান্য নানা ক্ষেত্রে রয়েছে মতানৈক্য। বস্তুত জলসম্পদ ব্যবহার সংক্রান্ত চুক্তিগুলো আস্থা ও শান্তি উন্নয়নে সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করে। রাজনৈতিক সদিচ্ছা, একটি নমনীয় নীতি প্রণয়ন, শক্তিশালী সংগঠন এবং একটি সর্বজনীন উদ্যোগ আমাদের একটি কাঠামো নির্মাণে সহায়তা করবে যার সুফল সবাই পাবে।

মূল্যবান ও সীমিত পানিসম্পদ আমরা কীভাবে ব্যবহার করব তার ওপরই আমাদের সমষ্টিগত ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে-আজকের বিশ্ব পানি দিবসে এ বিষয়টিকে গুরুত্ব প্রদানের জন্য আমি সরকার, সুশীল সমাজ, ব্যক্তিখাত এবং সংশ্লিষ্ট সকল অংশীদারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা কর্তৃক ইউএন হাউজ, আইডিবি ভবন, বেগম রোকেয়া সরণী, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক সংবাদ বুলেটিন : নির্বাহী সম্পাদক : কাজী আলী রেজা, ফোন : ৮১১ ৮৬ ০০, ওয়েব : www.unicdhaka.org

A Monthly News Bulletin published by the United Nations Information Centre, Dhaka, Bangladesh. Executive Editor : Kazi Ali Reza, Phone : 811 86 00 e-mail : info.unic@undp.org, website : www.unicdhaka.org